দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 19/3/79 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ...

আবুল মনসুর আহমদের ইন্তেকাল

(স্টাফ রিপোর্টার)

বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সাংবাদিক জনাব আবুল মনসুর আহমদ গতকাল দুপুরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহে........ রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর।

জনাব আবুল মনসুর আহমদ দীর্ঘদিন যাবত বার্ধক্যজনিত নানা জটিল রোগে ভুগছিলেন। সম্প্রতি পাকিস্তান থেকে আগত প্রখ্যাত নিউরো সার্জন ডঃ ও ভি জুম্মা তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর সন্তোষজনক বলে মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হলে শনিবার রাত সাড়ে দশটায় তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রফেসর বদরুদ্দোজা চৌধুরী ও প্রফেসর ইউসুফ আলী তাঁকে পরীক্ষা করেন। শ্বাস-প্রশ্বাসে দারুণ কষ্ট দেখা দিলে তাঁকে অক্সিজেন দেয়া হয়। সারা রাত কাটিয়েছেন অস্থিরতার মধ্যে। তারপর কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করা হয়। করা হয় কার্ডিয়্যাক ম্যাসেজ। কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হয়নি। রোববার দুপুর ১২টা ৫ মিনিটে ঘনিয়ে এলো অন্তিম মুহূর্ত।

মৃত্যুকালে তাঁর শয্যা পাশে ছিলেন ৪ পুত্র, স্ত্রী, আত্মীয়স্বজন ও কয়েকজন শুভানুধ্যায়ী। জনাব আবুল মনসুর আহমদ মৃত্যুকালে পাঁচ ছেলে, স্ত্রী, অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, শুভানুধ্যায়ী, ভক্ত-অনুরক্ত রেখে গেছেন। জাতির জন্যে রেখে গেছেন অসংখ্য সাহিত্য-কর্ম ও তাঁর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা। তাঁর ছেলে জনাব মাহফুজ আনাম বিদেশে থাকায় পিতার শয্যাপাশে উপস্থিত থাকতে পারেননি।

আজ নামাজে জানাজা

আজ সোমবার জোহরের নামাজ শেষে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে মরহুম আবুল মনসুর আহমদের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। শেরে বাংলা নগরস্থ জাতীয় গোরস্তানে

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

প্রেসিডেন্ট ও নেতৃবৃন্দের শোক

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান রোববার রাতে জনাব আবুল মনসুর আহমদের দুঃখজনক ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, তাঁর ইন্তেকালে দেশ একজন কৃতী সন্তান হারিয়েছে।

বাসস পরিবেশিত এ খবরে প্রকাশ, প্রেসিডেন্ট এক শোকবাণীতে বলেন, জনাব মনসুর আহমদ শুধু সাংবাদিকতায় একজন পথিকৃৎ ছিলেন না, আমাদের জাতীয়তাবাদের ধ্যান-ধারণা ও আদর্শেরও একজন প্রধান স্থপতি ছিলেন। তিনি সবসময় তাঁর সৃজনশীল লেখার মধ্য দিয়ে আমাদের দেশ ও জাতির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আশা আকাঙ্ক্ষা সমুন্নত রেখেছেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন, তাঁর ইন্তেকালে আমাদের জাতীয় জীবনের বহু ক্ষেত্রে অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হলো।

প্রেসিডেন্ট জিয়া মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানান।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) প্রাক্তন মন্ত্রী, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখক জনাব আবুল মনসুর আহমদের ইন্তেকালে শোক প্রকাশ করেছে।

রোববার রমনা গ্রীনে বিএনপি চেয়ারম্যান প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই শোক সভায় মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করে এক মিনিট মৌনতা পালন করা হয়। খবর বাসসর।

মরহুম মশিয়ুর রহমানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য এই শোকসভা আয়োজিত হয়।

ভাইস প্রেসিডেন্ট সাত্তার

ভাইস-প্রেসিডেন্ট বিচারপতি জনাব আবদুস সাত্তার জনাব আবুল

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

দৈনিক বা...

19/3/79 ...
6 কলাম 2

ইন্তেকাল

(১-এর পৃঃ পর)

সমাহিত করা হবে তাঁর মরদেহ। উল্লেখ্য, মরহুম জনাব আবুল মনসুর আহমদই হবেন জাতীয় গোরস্তানে সমাহিত দ্বিতীয় ব্যক্তি।

শোকের ছায়া

শতাব্দীর রাজনৈতিক অঙ্গনের এই মহীরুহ এবং সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব জনাব আবুল মনসুর আহমদের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে রাজধানীতে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। অসংখ্য রাজনীতিবিদ, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিল্পীসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ হাসপাতালে ও মরহুমের ধানমণ্ডিস্থ বাসভবনে গিয়ে তাঁর স্মৃতির প্রতি নিবেদন করেন গভীর শ্রদ্ধা। মরদেহে অর্পণ করেন পুষ্পস্তবক। জনাব আবুল মনসুর আহমদের মৃত্যুর খবর পেয়ে ভাইস-প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী ডঃ এম এন হুদা, খাদ্যমন্ত্রী জনাব আবদুল মোমেন খান, ভূমি ও রাজস্বমন্ত্রী জনাব মির্জা গোলাম হাফিজসহ মন্ত্রিসভার সবাই ধানমণ্ডির বাসভবনে গিয়ে মরহুমের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। প্রেসিডেন্ট জিয়ার পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন তাঁর সামরিক সচিব বিগ্রেডিয়ার সাদেকুর রহমান চৌধুরী। রাজনৈতিক নেতা সর্বজনাব আতাউর রহমান খান, বিচারপতি বি এ সিদ্দিকী, আবদুল মালেক উকিল, আজিজুল হক (নান্না মিয়া), ডঃ আলীম আল রাজী, শাজাহান সিরাজ প্রমুখ মরহুম আবুল মনসুর আহমদের বাসভবনে গিয়ে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

প্রেসিডেন্টের সামরিক সচিব বিগ্রেডিয়ার সাদেকুর রহমান চৌধুরী, মন্ত্রিপরিষদের সচিব জনাব কেরামত আলী, জনাব আতাউর রহমান খান ও মরহুমের দুই পুত্রকে সাথে নিয়ে জাতীয় গোরস্তানে গিয়ে কবরের স্থান নির্বাচন করেন।

বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্ব

মরহুম আবুল মনসুর আহমদ ছিলেন এই দেশের রাজনীতিতে এক বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্ব। তদানীন্তন পাকিস্তানে তিনি তিন বার মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৬ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অনুপস্থিতিতে মাসখানেক তিনি ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বও পালন করেন। তিনি ছিলেন একজন অনলবর্ষী বক্তা ও যুক্তিবাদী লেখক। তাঁর ক্ষুরধার লেখনী ও সংবাদপত্রের কলাম এ দেশের সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাঁর লেখা প্রবন্ধ ও রচনা বাংলা সাহিত্যকে করেছে সমৃদ্ধ।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

বিশিষ্ট রাজনীতিক, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক জনাব আবুল মনসুর আহমদ ১৮৯৮ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার অন্তর্গত ধানীখোলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম আবদুর রহিম ফরাজি। আবুল মনসুর আহমদরা চার ভাই এক বোন। গ্রামের স্কুলেই তাঁর শিক্ষা জীবনের শুরু। ১৯১৭ সালে জনাব আবুল মনসুর আহমদ ম্যাট্রিক এবং ১৯২১ সালে ঢাকা কলেজ থেকে বিএ পাস করেন।

১৯২৯ সালে জনাব আহমদ আইন শাস্ত্রে ডিগ্রী লাভ করেন। কিন্তু আইন ব্যবসায় না গিয়ে তিনি শুরু করেন সাংবাদিকতা।

জনাব আবুল মনসুর আহমদের সাংবাদিকতার জীবন বেশ উজ্জ্বল। তিনি সুলতান, মোহাম্মদী, দি মুসলমান, খাদেম, দৈনিক কৃষক, দৈনিক নবযুগ ও দৈনিক ইত্তেহাদ পত্রিকায় সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক, সহ-সম্পাদক ইত্যাদি পদে দায়িত্ব পালন করেন।

কলকাতার সাংবাদিকতার জীবন থেকে জনাব আবুল মনসুর আহমদ সক্রিয় রাজনীতির সাথে জড়িত হয়ে পড়েন। কংগ্রেস এবং বিশেষ করে কৃষক শ্রমিক দলের সাথে তাঁর যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। ১৯৪৪ সালের দিকে তিনি পাকিস্তান আন্দোলন সমর্থন করেন। তিনি প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রচার সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন।

১৯৫০ সালে জনাব আবুল মনসুর আহমদ আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভায় তিনি প্রাদেশিক স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৫৬ সালে আতাউর রহমান খানের মন্ত্রিসভায় তিনি শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। একই বছর শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় একজন সিনিয়র মন্ত্রী হিসেবে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৮ ও ১৯৬২ সালে তিনি কারা ভোগ করেন। ১৯৫৬ সালে তিনি কিছুদিনের জন্যে পাকিস্তানের ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রীরও দায়িত্ব পালন করেন।

১৯২৬ সালে জনাব আহমদ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর পাঁচ পুত্র।

সাহিত্য ক্ষেত্রে জনাব আবুল মনসুর আহমদের অবদান উল্লেখযোগ্য। কিশোর সাহিত্য, উপন্যাস, ধর্ম বিষয়ক, রাজনীতি বিষয়ক, রম্য রচনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁর অবাধ বিচরণ। এই সব বিষয়ে তাঁর প্রকাশিত পুস্তক সংখ্যা ২১-এরও বেশি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে আয়না, ফুড কনফারেন্স আসমানী পর্দা, রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, পাকবাংলার কালচার-এর নাম করা যেতে পারে। চলতি মাসের প্রথম দিকে 'আত্মকথা' নামে তাঁর একটি আত্মজীবনী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।